রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ২৯, ২০০৪

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
শাখা-৯

প্রজ্ঞাপন

তারিখ, ৮ বৈশাখ ১৪১১/২২ মে ২০০৪

এস, আর, ও, নং ১৩৬-আইন/০৪-শ্রকম/শা-৯/সি-১/২০০৪—The Industrial Relations Ordinance, 1969 (Ordinance No. XXIII of 1969) এর section 37(2) এর বিধান মোতাবেক সরকার শ্রম আদালত, খুলনা এর নিম্নবর্ণিত মামলাসমূহের রায় ও সিদ্ধান্ত এতদ্‌সংগে প্রকাশ করিল, যথা ঃ—

ক্রমিক নং	মামলার নাম	নম্বর
১।	অভিযোগ মামলা	৬২/২০০০
২।	অভিযোগ মামলা	২৮/২০০২
৩।	অভিযোগ মামলা	২৬/২০০৩
৪।	আই, আর, ও, মামলা	৪৫/২০০৩

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে

রণজিৎ কুমার বিশ্বাস
উপ-সচিব (সংস্থাপন)।

মূল্য ঃ টাকা ৬.০০

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা

মামলা নং সি-৬২/২০০০

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দিন মাহফুজ,
জেলা ও দায়রা জজ
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব আব্দুল হালিম

২। জনাব আব্দুল বাতেন

একরামুল হক, পিতা মৃত আনিছুর রহমান, সাং ও পোঃ রানীহাটি,
থানা শিবগঞ্জ, জেলা নবাবগঞ্জ—বাদী।

বনাম

দৌলতপুর জুট মিলস লিঃ, পক্ষে-উপ-মহাব্যবস্থাপক,
সাং ও পোঃ শহর খালিশপুর, জেলা খুলনা—বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব এস, এ, মহসিন।

বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ২৬-০১-২০০৪ খ্রিঃ

রায়ের তারিখ ঃ ১৯-০২-২০০৪ খ্রিঃ

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১)(খ) ধারা মোতাবেক একটি দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী বাদীর নিবেদন হলো যে, তিনি অধুনালুপ্ত পূর্বাচল জুট ইন্ডাষ্ট্রিজ লিঃ নামীয় শিল্প প্রতিষ্ঠানের ফরিদপুর জেলাস্থিত গোহালা পাট ক্রয় কেন্দ্রে সহকারী পাট ক্রয় কর্মকর্তা পদে ৩১-৭-৭৯ তারিখের পত্র দ্বারা নিয়োজিত হন। বাদীর চাকুরী বদলীযোগ্য থাকে। বাদী পরবর্তীতে মিলে বদলী হন এবং সময়ে সময়ে পাট বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বাদী সহকারী পাট কর্মকর্তা হিসাবে কর্মরত থাকাবস্থায় ২১-৬-৮৩ তারিখের পত্রাদেশ দ্বারা বিজেএমসি, খুলনা জোনের মহাব্যবস্থাপক তাকে বিবাদী মিলে বদলী করেন এবং বিবাদী মিলের সোনাতলা পাট ক্রয় কেন্দ্রের প্রধান হিসাবে নিয়োজিত হন। বাদীকে বিপুল পরিমাণ পাট ঘাটতি এবং নিম্নমানের পাট খরিদের কারণে ২০-৩-৮৪ তারিখের পত্র দ্বারা তাকে অভিযুক্ত করা হয় এবং সুষ্ঠু তদন্ত না করে ৯-৬-৮৪ তারিখের পত্র দ্বারা বিবাদী মিলের আর্থিক ক্ষতি করার দায়ে বাদীকে চাকুরী

থেকে বরখাস্ত করা হয়। বাদী দরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে খুলনা মুনসেফী আদালতে দেওয়ানী মোকদ্দমা দায়ের করেন এবং এ মামলায় বাদী পরাজিত হলে তিনি পুনরায় খুলনা জেলা জজ আদালতে আপীল দায়ের করেন। বাদী আপীলে জয়লাভ করেন এবং বরখাস্ত আদেশ অবৈধ ঘোষিত হয়। বাদী দেওয়ানী আপীল মামলার রায় ও ডিক্রী অনুসারে বকেয়া ভাতাদিসহ চাকুরীতে যোগদানের আদেশের প্রার্থনা করে ১৬-২-৯৫ তারিখে বিবাদী বরাবর দরখাস্ত করেন। বিবাদী পক্ষ বরখাস্তকালীন যাবতীয় আর্থিক সুবিধাদি ত্যাগ করলে চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রস্তাব করেন। অন্যথায় উচ্চ আদালতে আপীল করে আরও ২০ বছর হয়রানী করবেন বলে জানিয়ে দেন। বাদী এ যাবত চাকুরীচ্যুৎ থেকে সর্বস্ব হারিয়ে ফেলেন। যে কারণে বাদী বাধ্য হয়ে বকেয়া বেতন ভাতাদির দাবী পরিত্যাগ করে বিবাদীর প্রস্তাবে রাজী হয়ে যান এবং যাবতীয় বকেয়া বেতন ভাতাদির ছাড় দিয়ে পুনর্বহাল সংক্রান্ত সম্মতির বিষয়ে ঐক্যমত্য হয় এবং বাদী চাকুরীতে যোগদান করেন। বাদী স্বেচ্ছায় তার প্রাপ্য ত্যাগ করেনি। বরং অন্যায় চাপের মাধ্যমে ঐক্যমতে রাজী হন। বাদী চাকুরীতে পুনর্বহাল করার পর থেকে ছাড় দেয়া বেতন ভাতাদি দাবী করে আসছেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ অদ্যাবধি বাদীর দাবী অনুযায়ী প্রাপ্যাদি না দেয়ায় বাদী গ্রিভেন্স পিটিশন দিয়ে বিবাদীর বিরুদ্ধে এ মামলা দায়ের করেন এবং বাদীর দেয়া অংগীকার পত্র বাতিলক্রমে যাবতীয় বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ সকল প্রাপ্যাদি প্রদানের জন্য বিবাদী পক্ষ নির্দেশদানের প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা জবাব দাখিল করে বাদীর সমূদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বিবাদীর নিবেদন হলো যে, বিবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বিজেএমসি'এর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি শিল্প প্রতিষ্ঠান। বাদী ১৯৮৩ সনে বিজেএমসি এর নির্দেশে পূর্বাচল জুট মিলস হতে বিবাদী মিলে বদলী হয়ে আসেন এবং তাকে ২৯-৬-৮৩ তারিখে মিলের সোনাতলা পাট ক্রয় কেন্দ্রে এজেন্সি ইনচার্জ হিসাবে দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বাদী ঐ কেন্দ্রের সর্বময় কর্তা হিসাবে দায়িত্ব পালনকালীন বিবাদী মিলের ৭,৬১,৪৩৬-৫৪ টাকা আত্মসাৎ করেন যে কারণে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয় এবং তদন্তে তিনি দোষী সাব্যস্ত হলে তাকে ৯-৬-৮৪ তারিখে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়। বাদীর বিরুদ্ধে টাকা আদায়ের জন্য খুলনা সাব জজ আদালতে মানি-৩১/৮৪ নং মোকদ্দমা দায়ের করা হয় যা এখনও বিচারাধীন আছে।

বাদী তার চাকুরী বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে সহকারী জজ আদালতে মামলা দায়ের করেন এবং তিনি সেখানে পরাজিত হলে জেলা জজ আদালত, খুলনায় আপীল করেন। এই দেওয়ানী আপীল মামলা ১ম সাব জজ আদালতে বিচার হয় এবং বাদী জয়লাভ করেন। বিজ্ঞ আদালতের ৩১-১০-৮৪ তারিখে এই রায়ে বিবাদী পক্ষ সংক্ষুব্দ হয়ে উচ্চ আদালতে আপীল করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এমতাবস্থায় বাদী হাইকোর্টে নিজের পরাজয় হবে এই আশংকায় সকল প্রকার বকেয়া বেতন ভাতাদি ব্যতিরেকে কাজে যোগদানের নিমিত্ত ২৫-৫-৯৫ তারিখে বিবাদী বরাবর এক আবেদন করেন এবং তার নিজ স্বীকৃতি ও সম্মতির নমুনা হিসাবে একটি ৫০ টাকার নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ বরখাস্তকালীন সময়ের সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদি ভবিষ্যতে কখনও দাবী করবেন না মর্মে সম্পাদিত ও নিজ স্বাক্ষরযুক্ত এক অংগীকারনামা দাখিল করে চাকুরীতে পুনঃ নিয়োগের প্রার্থনা করেন। বাদী স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে এরূপ অংগীকারনামা সম্পাদন করেন এবং বিবাদী বরাবর তা দাখিল করলে বিবাদী পক্ষ বিজেএমসি এর নির্দেশে বিষয়টি একান্ত বিবেচনায় ৩০-৫-৯৫ তারিখের

পত্রাদেশ দ্বারা বাদীকে তার চাকুরীতে পুনঃনিয়োগ করা হয়। যে কারণে বাদী এ মামলা আর করতে পারেন না। বাদী বর্তমানে বিবাদী মিলে চাকুরী করেন না। বিজেএমসি এর নির্দেশে বাদীর বেতন নির্ধারণ করা হয় এবং তা মেনে নিয়ে বাদী দীর্ঘদিন চাকুরী করার পর তিনি পুনরায় আর এ দাবী করতে পারেন না। বাদী একজন অফিসার শ্রেণীর কর্মকর্তা বিধায় তার এ মোকদ্দমা এ আদালতে চলতে পারে না। বিবাদী পক্ষ এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক কি না?

২। বাদী সময় মত মামলা করেছেন কি না?

৩। বাদীর এ মামলা এ আদালতে রক্ষণীয় কি না?

৪। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না?

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ একে অপরের দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃতমতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মামলার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক কি না?

বাদী একরামুল হক কর্তৃক দাখিলী এ মামলার দরখাস্তে তিনি বর্তমানে কোন্ মিলের কোন্ বিভাগে, কি পদে কর্মরত আছেন সে বিষয়ে কোথাও তিনি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেননি। বিবাদী পক্ষ কর্তৃক ১৯-১০-২০০০ তারিখে দাখিলী এ মামলার লিখিত জবাবের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাদী বর্তমানে বিবাদী মিলে চাকুরী করেন না। তিনি ৪ (চার) বছর পূর্বে বিবাদী মিলে চাকুরী করতেন।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদী ইতিপূর্বে নিজেকে কর্মকর্তা শ্রেণীর চাকুরে গণ্যে তার বরখাস্ত আদেশের বিরুদ্ধে খুলনার অতিরিক্ত সহকারী জজ ২য় আদালতে দেওয়ানী-৯১/৯১ নম্বর মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলায় পরাজিত হলে তিনি এর বিরুদ্ধে খুলনার জেলা জজ আদালতে ৩১৭/৯২ নং দেওয়ানী আপীল মামলা দায়ের করেন এবং মামলায় জয়লাভ শেষে বিবাদী মিলের চাকুরীতে ৩০-৫-৯৫ তারিখে পুনর্বহাল হন। পুনরায় একই ব্যক্তি নিজেকে শ্রমিক গণ্যে শ্রম আদালতে এ মামলা দায়ের করতে পারেন না।

উভয় পক্ষের উপরোক্ত বক্তব্য এবং নথিসহ কাগজপত্র পর্যালোচনায় আদালতের নিকট পরিস্কারভাবে প্রতীয়মান হয়েছে যে, বাদী বর্তমানে বিবাদী মিলের শ্রমিক নহেন। কাজেই ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর বিরুদ্ধে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় ২ থেকে ৪ যথাক্রমে বাদী সময়মত মামলা করেছেন কি না, বাদীর এ মামলা এ আদালতে রক্ষণীয় কি না এবং বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ২ থেকে ৪ নং বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বাদীকে ২০-৩-৮৪ তারিখের পত্র দ্বারা মিথ্যা উক্তিতে অভিযুক্ত করা হয় এবং বাদীর বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগসমূহ যথাযথভাবে তদন্ত না করে বাদীকে দোষী সাব্যস্ত করা হয় এবং ৯-৬-৮৪ তারিখে বিবাদী পক্ষ বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করেন। বাদী উক্ত বরখাস্ত আদেশ চ্যালেঞ্জ করে দেওয়ানী মামলা দাখিল করেন এবং বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের ডিক্রি লাভ করেন। বাদী বকেয়া মজুরীসহ চাকুরীতে পুনর্বহালের জন্য বিবাদী মিলে দরখাস্ত করলে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীকে মিলের প্রশাসন বিভাগের প্রধানের সাথে দেখা করার জন্য পত্র সূত্র নং ডিজেএম/প্রশাসন/৩৮৫৬ দ্বারা নির্দেশ দেন যা প্রদর্শনী-৩ হিসাবে আদালতে প্রদর্শিত হয়েছে। বাদী বিবাদী পক্ষের উক্ত পত্রের নির্দেশমতে প্রশাসন বিভাগের প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রশাসন বিভাগের প্রধান বাদীকে বরখাস্তকালীন সমুদয় আর্থিক পাওনাদি ত্যাগ করলে চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হবে অন্যথায় দেওয়ানী-৩১৭/৯৪ নং মামলার রায়ের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে আপীল করবেন বলে বাদীকে জ্ঞাত করেন। বাদী এ যাবৎ চাকুরীচ্যুৎ হয়ে আর্থিকভাবে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েন যে কারণে তিনি বাধ্য হয়ে সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদী ত্যাগ করে চাকুরীতে পুনর্বহালের শর্ত মেনে নিয়ে চাকুরীতে যোগদান করেন। বাদী ইচ্ছাকৃতভাবে বকেয়া আর্থিক পাওনাদি পরিত্যাগ করেন নি। বাদীকে তা করতে বিবাদী পক্ষ বাধ্য করেছেন। কাজেই তিনি বরখাস্তকালীন সমুদয় পাওনাদি পেতে অধিকারী এবং যাতে তিনি তা পেতে পারেন সে জন্য আদালতের আদেশের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদী একজন শ্রমিক। তার কোন প্রশাসনিক ক্ষমতা ছিল না এবং পলিসি ম্যাটারেও তার কোন হাত ছিল না। কাজেই শ্রমিক হিসাবে এ শ্রম আদালতে বাদীর মামলা চলতে কোন বাধা নাই। বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মামলার সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেন।

১। বিজেএমসি এর খুলনা জোনের ২১-৬-৮৩ তারিখের পত্র,

২। চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা,

৩। ২৩-৫-৯৫ তারিখের পত্র,

৪। চাকুরীতে পুনর্বহালের প্রার্থনা,

৫। বাদীর অংগীকারনামা,

৬। ৩০-৫-৯৫ তারিখের পত্র,

৭। ১৮-৭-৯৫ তারিখের পত্র,

৮। বকেয়া বেতন ভাতাদির আবেদনপত্র,

৯। পোষ্টাল রশিদ,

১০। বাদীর গ্রিভেন্স পিটিশন,

১১। পোষ্টাল রশিদ,

১২। দেওয়ানী-১১৪/৮৬ নং মামলার লিখিত জবাব,

১৩। দেওয়ানী-৯১/৯১ নং মামলার রায়।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিলটি বিজেএমসি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রায়ত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। বাদী ১৯৮৩ সনে অধুনালুপ্ত পূর্বাচল জুট মিল হতে বদলী হয়ে বিবাদী মিলে যোগদান করেন এবং গত ২৯-৬-৮৩ তারিখে বাদীকে এজেন্সী ইনচার্জ হিসাবে বিবাদী মিলের সোনাতলা পাট ক্রয় কেন্দ্রের পাট ক্রয়ের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। বাদী এজেন্সী ইনচার্জ হিসাবে উক্ত কেন্দ্রে দায়িত্ব পালনকালে বিভিন্ন অনিয়মের মাধ্যমে বিবাদী মিলের ৭,৬১,৪৩৬·৫৪ টাকা আত্মসাৎ করেন। বাদীর বিরুদ্ধে এ বিষয়ে অভিযোগ আনা হয় এবং তা যথাযথভাবে তদন্ত করে বাদী দোষী সাব্যস্ত হলে বাদীকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয় এবং বাদীর বিরুদ্ধে খুলনা সাবজজ আদালতে টাকা আদায়ের মামলা করা হয় যার নং মানি-৩১/৮৪ এবং বর্তমানে উক্ত মামলা বিচারধীন আছে।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আরও বলেন যে, বাদী বরখাস্ত আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে খুলনার অতিরিক্ত সহকারী জজ আদালতে ৯-৬-৮৪ তারিখে দেওয়ানী-৯১/৯১ নম্বর মামলা দায়ের করেন। উক্ত মামলার ১৫-৪-৯৯ তারিখের রায়ে বাদী পরাজিত হলে বাদী এর বিরুদ্ধে খুলনার জেলা জজ আদালতে দেওয়ানী আপীল-৩১৭/৯২ নং মামলা দায়ের করেন এবং এ মামলায় বাদীর আপীল মঞ্জুর হয়। বিবাদী পক্ষ এর বিরুদ্ধে মহামান্য বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে সিভিল রিভিশন দায়ের করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে বাদী নিজের পরাজয় হতে পারে এ আশংকায় বরখাস্তকালীন সমূদয় বকেয়া পাওনাদি ব্যতিরেকে যোগদানের নিমিত্ত ২৫-৫-৯৫ তারিখে বিবাদী বরাবর আবেদন জানিয়ে অনুমতি প্রার্থনা করেন এবং বাদীর নিজ স্বীকৃতি ও সম্মতি নমুনা হিসাবে তিনি ৫০ টাকা নন-জুডিশিয়াল ষ্ট্যাম্পে বকেয়া বেতন ভাতাদিসহ বরখাস্তকালীন সময়ের সকল প্রকার আর্থিক সুবিধাদি ভবিষ্যতে কখনও দাবী করবেন না মর্মে সম্পাদিত ও নিজ স্বাক্ষরযুক্ত এক অংগীকারনামা বিবাদী বরাবর দাখিল করেন এবং এরূপ আবেদন বাদী নিজ স্বার্থে ও নিজ উদ্যোগে করেন। বাদীর এরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে বিবাদী পক্ষ উচ্চ আদালতের মাধ্যমে পুনঃবিচার প্রাপ্তি হতে নিজেকে বঞ্চিত করেন এবং বাদীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করে বাদীকে ৩০-৫-৯৫ তারিখের পত্রাদেশ দ্বারা চাকুরীতে পুনর্বহাল করা হয়। বাদী বিনা আপত্তিতে তা মেনে নিয়ে দীর্ঘকাল বিবাদীর অধীনে চাকুরী করে ৭/৮ বছর পূর্বে বিজেএমসি এর নির্দেশে অন্যত্র বদলী হয়ে চলে গেছেন এবং বাদীর সাথে বর্তমান বিবাদীর চাকুরীর সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে বাদী আর বিবাদী মিলে চাকুরী করেন না। এ প্রসংগে বিজ্ঞ আইনজীবী ৪৬ ডি, এল, আর এর ৪৬ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও অন্যান্য-বনাম - মফিজুর রহমান ও অন্যান্য এর মধ্যকার মামলায় মহামান্য আপীল বিভাগের প্রদত্ত রুলিংয়ের প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন যা নিম্নরূপ ঃ—

"Evidence Act (I of 1872) Section : 15 :

Estoppel & Acquieseence - Having induced the appellants to permit him to retire from service, the respondent cannot be heard to say they has no power to relive him. Even/if the appellants' action was not sanctioned by law, he cannot be the person to make any grievance of it, because he wanted a beneficial order is his favour and the appleants had only obliged him."

বাদী কর্তৃক সম্পাদিত অংগীকারনামাটি প্রদর্শনী-'ক' এবং বিবাদী কর্তৃক প্রদত্ত বাদীর চাকুরী পুনর্বহালের আদেশটি প্রদর্শনী 'খ' হিসাবে আদালতে চিহ্নিত হয়েছে। বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে যুক্তি উপস্থাপনকালে আরও বলেন যে, বাদীর সাথে বিবাদী মিলের চাকুরীর সম্পর্ক বর্তমানে

বিলুপ্ত হওয়ায় এবং বাদী শ্রমিক শ্রেণীর চাকুরী না হওয়ায় বাদীর এ মামলা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে এবং বাদী এ মামলায় কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী হতে পারেন না। তিনি বাদীর এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিবাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্ন বর্ণিত কাগজাদি দাখিল করেছেন।

১। বাদী কর্তৃক সম্পাদিত অংগীকারনামা,

২। চাকুরীতে পুনর্বহালের আদেশ পত্র,

৩। ৭-২-৯৬ তারিখের বেতন নির্ধারণী পত্র,

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত যুক্তিসমূহ দাখিলী কাগজ পত্র, মামলার নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বাদী একরামুল হক বিবাদী মিলের পাট ক্রয় কেন্দ্রের কেন্দ্র প্রধান অর্থাৎ এজেন্সী ইনচার্জ পদে নিয়োজিত ছিলেন এবং এজেন্সী ইনচার্জের পদটি কর্মকর্তা শ্রেণীর পদ গণ্যে বাদী নিজেই তার চাকুরী বরখাস্তের আদেশকে চ্যালেঞ্জ করে শ্রম আদালতের পরিবর্তে দেওয়ানী আদালতে মামলা করেন। উক্ত মামলার রায়-ডিক্রি উভয় পক্ষ আলাপ আলোচনা করে নিজেদের মধ্যে সমঝোতা ও বাদীর সম্মতিতে কার্যকরী করেছেন এবং বাদী তা মেনে নিয়ে দীর্ঘকাল সন্তুষ্ট চিত্তে বিবাদীর অধীনে চাকুরী করে অন্যত্র বদলী হয়ে চলে গেছেন। এ প্রসংগে বিবাদী পক্ষের দাখিলী মহামান্য আপীলেট ডিভিশনের রুলিংটি এ মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে আদালতে মনে করেন। বাদী বিবাদীর অধীনে চাকুরী করাকালীণ অন্যায়ভাবে কোন অধিকার থেকে বঞ্চিত হলে তার বিরুদ্ধে যুক্তি সংগত সময়ের মধ্যে অর্থাৎ সময় মত কোন উপযুক্ত আদালতে তার প্রতিকারের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু বাদী তা না করায় এই বিবাদীর অধীনে বাদীর চাকুরী অবসানের সুদীর্ঘকাল পর একমাত্র দৌলতপুর জুট মিলস এর ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষকে বিবাদী পক্ষ করে এ মামলা করায় এবং এই বিবাদী পক্ষ বাদীর উপর অন্যায় চাপ প্রয়োগ করে তার বকেয়া ভাতাদি ত্যাগে বাধ্য করেছেন মর্মে প্রমাণ করতে না পারায় এবং বাদীর চাকুরী কর্মকর্তা শ্রেণীভুক্ত হওয়ায় বাদীর এ মামলা এ আদালতে রক্ষণীয় নহে বলে আদালতের নিকট প্রতীয়মান হয়। কাজেই এ মামলায় বাদী কোন প্রতিকার পেতে অধিকারী নহে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এভাবে ২ হতে ৪ নং বিচার্য বিষয়গুলি বাদীর বিরুদ্ধে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে খারিজ করা গেল।

আমার কথা মতে লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি-২৮/২০০২।

উপস্থিত ঃ-জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব আব্দুল হালিম।

২। জনাব আব্দুল বাতেন।

আঃ মজিদ, পিতা মৃত হিংগুল উদ্দিন খান, সাং-আমীরাবাদ, থানা-নলছিটি,
জেলা ঝালকাঠি।..বাদী।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ,
পক্ষে-মহাব্যস্থাপক,
সাং ও পোঃ-টাউন খালিশপুর,
থানা-খালিশপুর, জেলা খুলনা।..বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া,
বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব সৈয়দ শহীদুল আলম।

শুনানীর তারিখ ঃ ০৮-০২-২০০৪ খ্রিঃ/২৬ মাঘ, ১৪১০ বংগাব্দ।
রায়ের তারিখ ঃ ২৬-০২-২০০৪ খ্রিঃ/১৪ ফাল্গুন, ১৪১০ বংগাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সনের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা ও ১৯৬৯ সালের শিল্প সম্পর্কিত অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী বাদীর বিবেদন হলো যে, তিনি ২-১১-৯৭ তারিখে বিবাদী মিলে স্থায়ী ব্রেকার ফিডার পদে শ্রমিক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। বাদীর সার্ভিস রেকর্ড অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন এবং তার সর্বশেষ পদ ও পদবী হলো ব্রেকার ফিডার, টোকেন নং-৩৫০, প্রিপেয়ারিং বিভাগ, পালা 'ক' এবং মিল নং ২-তে কর্মরত আছেন। বাদীর কর্মরত পদ অপেক্ষা উচ্চতর পদ হলে রিলিভার এবং রিলিভার পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে একটি নীতিমালা আছে। প্রথমতঃ দক্ষ শ্রমিকদের মধ্যে হতে কর্ম দক্ষতা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, দৈহিক সামর্থ, সততা এবং সর্বোপরি অন্যান্য শ্রমিকদের কাজকর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে একজন শ্রমিককে বদলী রিলিভারের তালিকাভুক্ত করা হয়

এবং পরবর্তীতে স্থায়ী রিলিভারের পদ শূন্য হলে বদলী রিলিভারের তালিকার ক্রমিক নম্বর অনুসারে শূন্য পদে নিয়োগ দেয়া হয়। বিবাদী মিলের এই নীতিমালা অনুসরণ করে উৎপাদন বিভাগ ১৭-০৪-২০০২ তারিখে পত্র নং ৫৬৪৬ পত্র দ্বারা বাদীকে বদলী রিলিভার হিসাবে তালিকাভুক্ত করার জন্য সুপারিশ করে এবং তদানুসারে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ ২৭-০৪-২০০২ তারিখে পত্র নং ৯৮১/এল, বি/১৫(ক) দ্বারা বাদীকে ২নং মিলের প্রিপেয়ারিং বিভাগের 'ক' পালার ব্রেকারের লাইনে হেসিয়ান সাইডের বদলী রিলিভার তালিকার সর্বনিম্ন বদলী রিলিভার হিসাবে তার নাম তালিকাভুক্ত করেন এবং ইহা ছিল যথার্থ ও ন্যায় বিচারের পরিপূরক। উক্ত পত্রানুযায়ী বাদীর গ্রান্টেড রাইটের উদ্ভব হয়েছে। বাদীকে বদলী রিলিভার তালিকায় অন্তর্ভূক্ত করায় তাকে দিয়ে রিলিভারের অনুপস্থিতিতে রিলিভার কার্য করা করানো হয়েছে। সে কারণে বাদী রিলিভার কাজের প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভবিষ্যতে শূন্য পদে নিয়োগের প্রত্যাশায় অপেক্ষা করতে থাকেন।

বাদীর চাকুরী ক্ষেত্রে এরূপ সাফল্য দেখে বাদীর বিভাগের কতিপয় দুষ্ট প্রকৃতির লোকেরা যড়যন্ত্র করে বাদীর নাম পদোন্নতির তালিকা হতে বাদ দেয়ার জন্য সিবিএ এর নেতাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং সিবিএ এর কয়েকজন প্রভাবশালী নেতারা সরাসরি হস্তক্ষেপ করে বিবাদীর উপর প্রভাব বিস্তারে নুতনভাবে ইন্টারভিউ এর মাধ্যমে নুতন লোককে তালিকাভুক্ত করে বাদীর নাম বদলী রিলিভার তালিকা থেকে বাদ দেয়ার চেষ্টা করেন। সিবিএ এর চাপে বিবাদী পক্ষ অন্যায়ভাবে ৭-৮-২০০২ তারিখে একখানা নোটিশ যার নম্বর এল, বি/৩৪ ইস্যু করে নুতনভাবে বদলী রিলিভার নিয়োগের ঘোষণা দেন এবং বাদীকে বদলী রিলিভারের কাজ না করার জন্য নির্দেশ দেন। বিবাদী বাদীর অনুকুলে থাকা ২৭-৪-২০০২ তারিখের নিয়োগ বাতিল করা হয়েছে মর্মে ৭-৮-২০০২ তারিখে বাদীকে মৌখিকভাবে জানিয়ে দেয়া হয় যাতে বাদী কোন আইনের আশ্রয় গ্রহণ করতে না পারেন। বাদীকে কোন কারণ দর্শানো নোটিশ দেয়া হয়নি। বিবাদী পক্ষ একতরফা ভাবে বাদীর নিয়োগ বাতিল করে বে-আইনী কাজ করেছেন মর্মে বাদী দাবী করে উক্ত ৭-৮-২০০২ তারিখের বিবাদীর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৯-৮-২০০২ তারিখে রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে বিবাদী বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন প্রেরণ করেন। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর গ্রিভেন্স নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এই মামালা দায়ের করে বিবাদী পক্ষের ৭-৮-২০০২ তারিখের সিদ্ধান্ত মতে বাদীর অনুকুলে থাকা ইং২৭-৪-২০০২ তারিখের বদলী রিলিভার নিয়োগ বাতিলের সিদ্ধান্ত রদ ও রহিতক্রমে বিবাদীর ২৭-৪-২০০২ তারিখের পত্র সূত্র নং ৯৮১/এল, বি/১৫(ক) পুনর্বহাল করার নির্দেশের প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত আপত্তি দাখিল করে বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এবং মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। বিবাদীর লিখিত আপত্তির বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে তাদের নিবেদন হলো যে, বিবাদী মিলটি বিজেএমসি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত একটি রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। বাদী ব্রেকার ফিডার পদে কর্মরত থাকা অবস্থায় বিভিন্ন অসত্য ও অযৌক্তিক উক্তি দ্বারা একই বিভাগ ও পালার স্যাকিং শাখায় শাখায় বদলী রিলিভার হিসাবে তালিকাভুক্তির অন্যায় দাবীতে এ মামলা আনয়ন করেছেন। বিবাদী মিলে বদলী দায়িত্ব প্রদান বা পদোন্নতির কোন আইন নাই। কেবলমাত্র স্থায়ী রিলিভার ছুটিতে গেলে অধঃস্তন স্থায়ী শ্রমিকদের মধ্য হতে যোগ্যতার শ্রমিককে সম্পূর্ণ অস্থায় ভিত্তিতে বদলী রিলিভারী দায়িত্ব দেয়া হয় এবং স্থায়ী রিলিভার যোগদানের পর তার দায়িত্ব শেষ হয়। অনুমোদিত সেট-আপ অনুযায়ী রিলিভারের পদ শূন্য হলে অধঃস্তন সমশ্রেণীর সকল শ্রমিকগণের জ্যেষ্ঠতা, ক্ষমতা, কর্ম দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, অতীত চাকুরীর ইতিহাস এবং সংশ্লিষ্ট শ্রমিকের

আচার আচরণ প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করে যোগ্য শ্রমিককে উক্ত শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়ে থাকে এবং বিবাদী পক্ষ বদলী রিলিভারী বা পদোন্নতি প্রদানের ক্ষেত্রে নিরংকুশ বিশেষ এখতিয়ার সংরক্ষণ করেন। বাদীর পদোন্নতির দাবী কোন আইন দ্বারা সংরক্ষিত নহে। বিবাদী মিলের স্থায়ী রিলিভারগণের অনুপস্থিতিতে সময়ে বদলী দায়িত্ব প্রদানের উদ্দেশ্যে মিল কর্তৃপক্ষ বদলী রিলিভারের তালিকা প্রস্তুত ও তা সংরক্ষণ করে রাখেন। মিল কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এর যৌথ সিদ্ধান্তে বদলী রিলিভারের তালিকা প্রস্তুত করা হয়। বাদী মিলের অত্যন্ত জুনিয়র শ্রমিক। বদলী রিলিভার হিসাবে বাদী কোন যোগ্যতা তিনি প্রদর্শন করতে পরেন নি। বাদীর তুলনায় অনেক সিনিয়র শ্রমিক রয়েছেন। বাদী অন্যায় প্রভাবে সংশ্লিষ্ট বিভাগের কোন কর্মকর্তাকে দিয়া ২৭-০৪-২০০২ তারিখে বদলী রিলিভারগণের তালিকায় নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করিয়েছিলেন। যে কারণে মিলে শ্রমিক অসন্তোষ দেখা দেয় যার প্রেক্ষিতে গত ১২-৫-২০০২ তারিখে মিল কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এর মধ্যে এক দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত দ্বিপাক্ষিক সভায় ১১-৫-২০০২ তারিখের পূর্বে কেহ বদলী রিলিভার নির্বাচিত হলে তা বাতিল করে পুনঃ দরখাস্ত আহ্বান করে বদলী রিলিভার নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হয়। যে কারণে বাদীর অনুকূলে ইস্যুকৃত ২৭-৪-২০০২ তারিখের পত্র বাতিল হয়েছে। বদলী রিলিভার কোন পদোন্নতি প্রাপ্ত পদ নহে বা ভবিষ্যতের পদোন্নতির জন্য তালিকা নহে। বাদীকে কোনভাবেই ক্ষতিগ্রস্ত করা হয় নি। বাদীর দাবী মিথ্যা এবং বাদী এ মোকদ্দমায় কোন প্রতিকার পেতে হকদার নহেন দাবী করে বিবাদী পক্ষ এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। বাদী শ্রমিক কিনা।

২। বিবাদী মিলে বদলী রিলিভারের তালিকা প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত আছে কি না।

৩। বিবাদী মিলে রিলিভার পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কি নিয়ম বা পদ্ধতি প্রচলিত আছে।

৪। বিবাদী কর্তৃক বাদীকে বদলী রিলিভার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে বাদীকে তালিকা থেকে বাদ দেয়ার পূর্বে বিবাদী কর্তৃক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে কি না।

৫। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

আলোচনা ও সিদ্ধান্ত ঃ

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেন নি। উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণ নিজ নিজ মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কেবলমাত্র বাদী পক্ষ তার মামলার সমর্থনে ফিরিস্থি সহকারে কিছু কাগজ পত্র দাখিল করেছেন।

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ বাদী শ্রমিক কি না।

বাদী আবদুল মজিদ বিবাদী মিলে বর্তমানে ব্রেকার ফিডার পদে নিয়োজিত আছেন। ব্রেকার ফিডার পদটি একটি শ্রমিক শ্রেণীর পদ ইহা বিবাদী পক্ষ অস্বীকার করেন নি বিধায় ১নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয় ঃ ২ থেকে ৪ যথাক্রমে বিবাদী মিলে বদলী রিলিভারের তালিকা প্রস্তুতের নিয়ম বা পদ্ধতি প্রচলিত আছে কি না, রিলিভারের পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে কি নিয়ম প্রচলিত আছে এবং বিবাদী কর্তৃক বাদীকে বদলী রিলিভার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল কি না এবং হয়ে থাকলে বাদীকে তালিকা থেকে বাদ দেয়ার পূর্বে বিবাদী কর্তৃক তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়েছে কি না।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ২ থেকে ৪ নং বিচার্য বিষয়গুলি আলোচনা ও পর্যালোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ বাদীর সততায়, সক্ষতায়, যোগ্যতায় এবং কর্ম নিষ্ঠায় সন্তুষ্ট হয়ে ২৭-০৪-২০০২ তারিখের পত্র সূত্র নং ৯৮১/এল, বি/১৫(ক) যা আদালতে প্রদর্শনী-১ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে এর দ্বারা বাদীকে বদলী রিলিভার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেন এবং বাদীকে দিয়ে রিলিভারের কাজ করানো হয়। যে কারণে বাদী রিলিভার পদের কাজে বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। ভবিষ্যতে রিলিভারের পদ শূন্য হলে বিবাদী মিলের প্রচলিত নিয়ামানুযায়ী ঐ শূন্য পদে বাদী নিজেকে নিয়োগের প্রত্যাশায় থাকেন এবং সেই অনুযায়ী তিনি অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নিজ দায়িত্ব প্রতিপালন করতে থাকেন। কিন্তু বাদীর বিভাগের কিছু শ্রমিক বাদীর চাকুরীতে এহেন উন্নতির বিষয়ে ঈর্ষান্বিত হয়ে কতিপয় সিবিএ নেতাদের সাথে যোগসাজসে বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষের উপর অন্যায় প্রভাব খাটিয়ে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাদীকে বদলী রিলিভারের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার জন্য বিবাদী কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করেন এবং বেআইনীভাবে বাদীকে বদলী রিলিভারের তালিকা থেকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এ কারণে বাদীর ভবিষ্যত পদোন্নতির প্রত্যাশা ভংগ হয়েছে এবং বাদীকে কোন প্রকার আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বাদীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়েছে। কথিত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে কোন ভাবেই বাদীকে অবহিত করা হয়নি। বিবাদী কর্তৃপক্ষ অন্যায়ভাবে একটি এক তরফা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বাদীর প্রতি অমানবিক আচরণ করা হয়েছে। বিজ্ঞ আইনজীবী বিবাদী কর্তৃপক্ষের ৭-৮-২০০২ তারিখে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাতিলক্রমে ২৭-৪-২০০২ তারিখের পত্র সূত্র নং ৯৮১/এল, বি/১৫(ক) পুনর্বহালের আদেশের প্রার্থনা করেন।

বাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে নিম্নোক্ত কাগজাদি দাখিল করেন ঃ—

১। পত্র সূত্র নং ৯৮১/এল, বি/১৫(ক) বদলী রিলিভার হিসাবে তালিকাভুক্তির পত্র,

২। পত্র সূত্র নং এল, বি/৩৪, একখানা নোটিশ,

৩। বাদীর গ্রিভেন্স দরখাস্ত।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতে যুক্তি উপস্থাপনকালে বলেন যে, স্থায়ী রিলিভার ছুটিতে গেলে বা অন্য কোন কারণে কাজে অনুপস্থিত থাকলে মিলের উৎপাদন রাখার স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিভাগের স্থায়ী শ্রমিকদের মধ্যে হতে অধিকতর যোগ্য, দক্ষ শ্রমিককে দিয়ে বদলী রিলিভারের

একটি তালিকা প্রস্তুত করে তা সংরক্ষণ করা হয় এবং উক্ত রিলিভারের দায়িত্ব পালন করানো হয়। স্থায়ী রিলিভারের যোগদানের পর বদলী রিলিভার তার স্ব-পদে ফিরে যান। তিনি আরও বলেন যে, ভবিষ্যতে রিলিভারের পদ শূন্য হলে বদলী রিলিভারের তালিকা হতে সিনিয়রিটির ভিত্তিতে রিলিভারের শূন্য পদে পদোন্নতি প্রদান করা হয়। বাদীকে বদলী রিলিভার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা সঠিক হয়নি। বাদী অত্যন্ত জুনিয়র শ্রমিক। বাদীর নাম বদলী রিলিভার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করায় শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। এ পর্যায়ে মিল কর্তৃপক্ষ এবং সিবিএ নেতারা যৌথভাবে দ্বি-পাক্ষিক সভায় মিলিত হন এবং এ সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত ১২-৫-২০০২ তারিখের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১১-৫-২০০২ তারিখের পূর্বে গৃহীত বদলী রিলিভারের নির্বাচন বাতিলক্রমে পুনরায় নুতনভাবে যোগ্য শ্রমিকদের দ্বারা বদলী রিলিভারের তালিকা প্রস্তুতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ কারণে বাদীকে কোন ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়নি। বাদীর দাবী মিথ্যা এবং তিনি আদৌ এ মামলায় কোন প্রতিকার পেতে পারেন না। বিজ্ঞ আইনজীবী বাদীর মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবীগণের উপস্থাপিত উপর্যুক্ত যুক্তি সমূহ, বাদী পক্ষের দাখিলী কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, বিবাদী মিলে বদলী রিলিভারের তালিকা প্রস্তুতের নিয়ম প্রচলিত ছিল, রিলিভারের শূন্য পদে বদলী রিলিভারের মধ্যে হতে পদোন্নতির মাধ্যমে শূন্য রিলিভারের পদ পূরণের ব্যবস্থা আছে, বাদীকে যোগ্য বিবেচনায় বিবাদী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তার নাম বদলী রিলিভারের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং তাকে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে বাদীকে পরবর্তী সিদ্ধান্ত সম্পর্কে তাকে অবহিত না করে বদলী রিলিভারের তালিকা থেকে বাদীকে বাদ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। বিবাদী কর্তৃপক্ষের গৃহীত অতীতের সিদ্ধান্ত প্রদর্শনী-১ যা মিল ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে ২৭-৪-২০০২ তারিখে ইস্যু করা হয় তা পরবর্তীতে মিল কর্তৃপক্ষ ও সিবিএ এ যৌথ সিদ্ধান্ত দ্বারা এভাবে প্রত্যাহার করার পূর্বাহ্নে সংশ্লিষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিককে উক্ত বিষয়ে অবহিত করা এবং সেক্ষেত্রে তাকে আত্নপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু তা না করায় এ পর্যায়ে মানবিক মূল্যবোধকে এবং স্বাভাবিক ন্যায় বিচারের নীতিমালাকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে বলে আদালত মনে করেন। কাজেই ২ থেকে ৪নং বিচার্য বিষয়গুলি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

৫নং বিচার্য বিষয়ঃ—বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

উপরোল্লিখিত আলোচনা ও পর্যালোচনার মাধ্যমে মামলায় গৃহীত সকল বিচার্য বিষয়গুলি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হওয়ায় এ মামলায় বাদীর প্রার্থিত প্রতিকার মঞ্জুর করা সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। তবে মিল কর্তৃপক্ষ এবং সিবিএ কর্তৃক কথিত যৌথভাবে দ্বি-পাক্ষিক সভায় গৃহীত ৭-৮-২০০২ তারিখের সিদ্ধান্ত বিবাদী মিলের ভবিষ্যত কর্মপন্থা ও কার্যক্রম গ্রহণে কোন বাধা নেই বলে আদালত মনে করেন। অতীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহকে বর্তমান সিদ্ধান্ত দ্বারা প্রত্যাহার করা হলে সেক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত সকলকে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়াই ন্যায়ানুগ ও বিধি সম্মত বলে আদালত মনে করেন।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যাতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বিবাদী কর্তৃপক্ষের গৃহীত ৭-৮-২০০২ তারিখের সিদ্ধান্ত বাতিলক্রমে ২৭-০৪-২০০২ তারিখের বদলী রিলিভারের তালিকা যা পত্র সূত্র নং ৯৮১/এল, বি/১৫(ক) প্রস্তুতকৃত তা বহাল রাখার জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং সি-২৬/২০০৩।

উপস্থিত ঃ-জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব রবিউল ইসলাম।
২। জনাব আ.ব. ম. নুরুল আলম।

মোঃ আব্বাস আলী হাওলাদার,
পিতা মৃত মনছুর আলী হাওলাদার,
সাং-জয়শ্রী, থানা-উজিরপুর, জেলা-বরিশাল।
হাল সাং প্রহরী, নিরাপত্তা বিভাগ, ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ,
থানা-খালিশপুর জেলা-খুলনা।..বাদী।

বনাম

দি ক্রিসেন্ট জুট মিলস কোং লিঃ,
পক্ষে-মহাব্যবস্থাপক,
সাং ও পোঃ-টাউন খালিশপুর, জেলা খুলনা। ....বিবাদী।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।
বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনাণীর তারিখ ঃ ০৫-০১-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

রায়ের তারিখ ঃ ১১-০২-২০০৪ খ্রিস্টাব্দ।

রায়

ইহা ১৯৬৫ সালের শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২৫(১) (খ) ধারা মতে একখানা দরখাস্ত।

দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী সংক্ষেপে বাদীর নিবেদন হলো যে, তিনি ১-১০-৭২ ইং তারিখে বিবাদী মিলে অস্থায়ীভাবে দারোয়ান পদে নিয়োগ লাভ করেন এবং ৯-৪-৭৩ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে একই পদে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। বাদী নিয়োগ প্রাপ্তির পর চাকুরীতে 'লস অব লিয়েন' হন। অতঃপর ৬-৯-৭৯ ইং তারিখে বাদীকে পূর্ব পদে পুনঃ নিয়োগ দেয়া হয়। উক্তরূপ নিয়োগ লাভের পর বাদী অত্যন্ত সততা ও নিষ্ঠার সাথে চাকুরী করতে থাকেন। বাদী চাকুরীতে প্রবেশের পূর্বে ১৯৭২ সনে যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এস,এস,সি পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং বাদীর জন্ম তারিখ ছিল ১-৪-৫৫ইং। চাকুরী গ্রহণের সময় বাদী তার আবেদন পত্রে জন্ম তারিখ ১-৪-৫৫ উল্লেখ করেন এবং এস,এস,সি এর সার্টিফিকেট এর টাইপকৃত সত্যায়িত কপি জমা দেন। সার্ভিস বহিতে সংগত কারণে বাদীর জন্ম তারিখ ১-৪-৫৫ লিপিবদ্ধ থাকার কথা কিন্তু বিবাদী পক্ষ তা না করে বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৭ লিখে রেখেছেন যার সমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণাদি নাই। বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৭ লেখা হলে তাকে ২০০৪ সালে অবসর দান করবেন আর সঠিক জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ লেখা হলে বাদী ২০১২ সালে অবসর গ্রহণ করবেন। কাজেই বাদীর জন্য সাল ১৯৪৭ লিখে বিবাদী পক্ষ বেআইনী কাজ করেছেন। বাদী এর বিরুদ্ধে বিবাদী বরাবর গ্রিভেন্স পিটিশন দেন কিন্তু বিবাদী পক্ষ তা নিরসন না করায় বাদী বাধ্য হয়ে এ মামলা দায়ের করে এস, এস, সি সনদ অনুযায়ী জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করার জন্য নির্দেশদানের প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখানা লিখিত জবাব দাখিল করেছেন এবং বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করে মামলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। লিখিত জবাবের বক্তব্য অনুসারে সংক্ষেপে বিবাদী পক্ষের নিবেদন হলো যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বিজেএমসি কর্তৃক পরিচালিত। বিজেএমসিকে এ মামলায় পক্ষ না করায় মামলা অচল ও রক্ষণীয় নহে। বাদীর এ মামলা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের বিচার এখতিয়ার অধীন বিধায় এ মামলা এ আদালতে চলতে পারে না।

বাদী চাকুরীতে প্রবেশের সময় ১০ম শ্রেণীর শিক্ষাগত যোগ্যতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি ১-৭-৭২ তারিখে অস্থায়ীভাবে নিয়োগ প্রাপ্তির পর ১-৭-৭৩ ইং তারিখে স্থায়ীভাবে নিয়োগ লাভ করেন এবং নিয়োগের সময় স্বঘোষিতভাবে বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৭ লেখা হয়। বাদী অননুমোদিত ভাবে অনুপস্থিত থাকায় বাদীর চাকুরী 'লস অব লিয়েন' লেখা হয়। এবং ৩-৯-৭৯ তারিখে পুনরায় বাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে পুনঃ নিয়োগ দেয়া হয়। বাদী তার পুনঃ নিয়োগের সময় উদ্দেশ্যমূলকভাবে সুকৌশলে তার জন্ম তারিখ ১৯৪২ রেকর্ডভুক্ত করান। বাদী সঠিক তথ্য গোপন করে নিরাপত্তা প্রহরী হিসাবে বিবাদী মিলে চাকুরী গ্রহণ করেন এবং পরবর্তীতে ১৪-১১-১৯৯৮ তারিখে এস, এস, সি পাশ মর্মে বিবাদী পক্ষকে জ্ঞাত করেন এবং এস, এস, সি সনদ অনুযায়ী তার জন্ম তারিখ সংশোধন করার

জন্য আবেদন করেন। বাদীর এ আবেদনের প্রেক্ষিতে ১০-১-৯৯ তারিখের পত্র সূত্র নং সিজেএম/সংস্থাপন/২৯৪২৫ দ্বারা তাকে জানিয়ে দেয়া হয় যে, বিজেএমসি এর পরিপত্র নং ১০৫ মোতাবেক তার জন্ম তারিখ ১৯৪৭ রেকর্ড করা হয়েছে। বাদী পুনরায় একই আবেদন করলে ১-৬-২০০৩ তারিখের পত্র সূত্র নং সিজেএম/সংস্থাপন/২৯/৬০৮২ দ্বারা জানিয়ে দেয়া হয় যে, বাদীর জন্ম তারিখ পুনঃ বিবেচনা করার কোন অবকাশ নেই। বাদী চাকুরীতে নিয়োগের সময় তার দেয়া স্বঘোষিত বয়স অনুযায়ী ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে বাদীকে অবসর প্রদান করা হয় কিন্তু অনিয়মতান্ত্রিক ভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে থাকার জন্য বাদী নিজ বয়স কমানোর চেষ্টা করেছেন। বিবাদী পক্ষ অতিরিক্ত মেয়াদে বাদীকে চাকুরীতে নিয়োজিত রেখে তাকে আর্থিক সুবিধাদি দিতে পারেন না। কাজেই বাদীর এরূপ মামলা খারিজের প্রার্থনা করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ

১। বাদী শ্রমিক কি না।

২। বাদীর বিতর্কিত জন্ম তারিখ কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তার নির্ধারিত বয়স কত।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

এ মোকাদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। বাদী পক্ষ মামলার সমর্থনে ফিরিস্তি সহকারে কাগজপত্র দাখিল করেছেন। বিবাদী পক্ষ কোন দালিলিক সাক্ষ্য পেশ করেন নি। উভয় পক্ষ কেবলমাত্র স্ব-স্ব মোকদ্দমার সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেছেন।

বিচার্য বিষয় ঃ—১ ঃ বাদী শ্রমিক কি না।

বাদী মোঃ আব্বাস আলি হাওলাদার বিবাদীর অধীনে নিরাপত্তা প্রহরী পদে নিয়োজিত আছেন এবং নিরাপত্তা প্রহরী একটি শ্রমিক শ্রেণীর পদ তা বিবাদী পক্ষ অস্বীকার করেন নি বরং স্বীকার করেছেন বিধায় ১ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিচার্য বিষয়-২ ও ৩ যথাক্রমে বাদীর বিতর্কিত জন্ম সাল কিভাবে নির্ধারণ করা সমীচীন এবং তার নির্ধারিত বয়স কত এবং বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কিনা।

আলোচনার সুবিধার্থে ও পুনরাবৃত্তি এড়াতে উপরোক্ত ২ ও ৩ নং বিচার্য বিষয় দুটি আলোচনা ও পর্যলোচনার জন্য একত্রে গ্রহণ করা হলো।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি আদালতে যুক্তি প্রদর্শনকালে বলেন যে, বাদী বিবাদী মিলে নিয়োগ প্রাপ্তির পূর্বেই এস, এস, সি পাশ ছিলেন। তিনি ১৯৭২ সালের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে মানবিক শাখা হতে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। তার রোল নং ছিল ৪৭৩ এবং তার জন্ম তারিখ ছিল ১-৪-১৯৫৫ খ্রিঃ। চাকুরী গ্রহণকালে বাদী যে আবেদন করেছিলেন সেখানে বাদীর জন্ম তারিখ ১-৪-০০ লিপিবদ্ধ আছে এবং বাদীর চাকুরী গ্রহণকালে এস, এস, সি, পাসের সনদ পত্রের টাইপকৃত সত্যায়িত কপি বিবাদী বরাবর জমা দেন। এ কারণে বাদীর জন্ম তারিখ ১-৪-৫৫ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু বিবাদী পক্ষ কোন প্রকাশ দালিলিক প্রমাণাদি ব্যতিরেকে কেবল

মাত্র বাদীকে আগে ভাগে চাকুরী থেকে বিদায় দেয়ার উদ্দেশ্যে দেশে প্রচলিত বিধি বিধান সমূহকে উপেক্ষা করে বাদীর বয়স বেশী দর্শিয়ে মনগড়া এবং ইচ্ছা মাফিক বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৭ বাদীর সার্ভিস বহিতে লিখেছেন যা সম্পূর্ণ বেআইনী হয়েছে বলে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন। বিজ্ঞ আইনজীবি বাদীর মামলার সমর্থনে নিম্নবর্ণিত কাগজাদি দাখিল করে ঃ—

১। এস, এস, সি সনদের সত্যায়িত ফটোকপি।

২। বাদীর ১১-৬-২০০৩ তারিখের দরখাস্ত।

৩। পোষ্টাল রশিদ।

৪। বাদীর গ্রিভেন্স পিটিশন।

৫। বাদীর নিয়োগ পত্র।

৬। ৮-৪-৭৩ তারিখে নিয়োগ পত্র।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বাদীর দাখিলী কাগজ পত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিস্পত্তিতে একমত পোষণ করে। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বাদীর এস, এস, সি পাশের সনদ পত্র অনুযায়ী বাদীর জন্ম তারিখ লিপিবদ্ধ করে সে অনুযায়ী বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর দানের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেয়ার প্রার্থনা করেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদী চাকুরী গ্রহণকালে কোন শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদ পত্র জমা দেন নি। সে সময় বাদী ১০ম শ্রেণী/নন মেট্রিক উল্লেখপূর্বক ১-৭-৭২ তারিখে অস্থায়ীভাবে চাকুরীতে যোগদান করেন এবং পরবর্তীতে ১-৭-৭৩ তারিখে চাকুরীতে স্থায়ী হন। বাদীর স্বঘোষিত বয়স লিপিবদ্ধ করা হয় এবং বিজেএমসি এর পরিপত্র নং ১০৫ মোতাবেক বাদীর চাকুরীতে অবসর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বাদী ১৪-১১-৯৮ তারিখে তার এস, এস, সি পাশের বিষয়ে বিবাদী পক্ষকে অবহিত করেন। কাজেই বাদীর ঘোষিত জন্ম সাল ১৯৪৭ সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে যা এখন আর সংশোধনযোগ্য নহে। তিনি আরও বলেন যে, ১৯৯৪ সালে পাবলিক কর্পোরেশন এ্যাক্ট হবার পর থেকে মিলের শ্রমিকগণ অবৈধভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে থাকার জন্য বিভিন্ন অজুহাতে বয়স কমানোর চেষ্টায় লিপ্ত হয়। যে কারণে বিজেএমসি একটি পরিপত্র জারী করেন এবং চাকুরীতে প্রবেশের সময় দেয়া বয়সকে সঠিক বয়স হিসাবে গণ্য করে অবসর প্রদানের আদেশ দেয়া হয়। বাদীকে তদানুসারে চাকুরীতে অবসর দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে যা ন্যায়ত ঃ ও সঠিক হয়েছে বলে তিনি দাবী করেন এবং বাদী এহেন হয়রানিমূলক মামলা খারিজের প্রার্থনা করেন।

বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি এ পর্যায়ে বলেন যে, বিবাদী পক্ষ বাদীর বয়স অনুমানের উপর ভিত্তি করে দেয়া বয়সকে সঠিক বয়স হিসাবে গণ্য করে একই বাদীর দেয়া তার এস, এস, সি এর সনদের মধ্যে উল্লিখিত জন্ম তারিখকে অগ্রাহ্য করে বিবাদী পক্ষ স্বেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি চাকুরীতে প্রবেশের সময় আবেদন পত্রে বাদীর জন্ম সাল ১৯৪৭ লিপিবদ্ধ করার কথা সঠিক নহে বলে দাবী করেন। তিনি বাদীর বয়স নির্ধারণের জন্য দেশের প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদীর এস, এস, সি সনদের উপর জোর দেন এবং ইহাই একমাত্র নির্ভরযোগ্য দলিল বলে দাবী করেন।

উভয় পক্ষের উপস্থাপিত যুক্তি, নথি এবং বাদী কর্তৃক দাখিলী কাগজপত্র পর্যালোচনা করা হলো। বিবাদী পক্ষ দাবী করেন যে, বাদী চাকুরী গ্রহণকালে চাকুরীর আবেদন পত্র তার জন্ম সাল ১৯৪৭ উল্লেখ করেছিলেন। বাদী পক্ষ বিবাদী পক্ষের এ দাবী অস্বীকার করেছেন। অথচ বিবাদী পক্ষ আদেশ দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য বাদীর উক্ত আবেদন পত্রটি আদালতে উপস্থাপন করে নি। এমন কি বাদীর বয়স নির্ধারণের জন্য একমাত্র দালিলিক সাক্ষ্য হিসাবে বাদীর এস,এস, সি এর সনদ পত্র ব্যতীত আদালতের সামনে অন্য কোন দালিলিক বা মৌখিক সাক্ষ্য পেশ করা হয় নি। এক্ষেত্রে বাদীর বিতর্কিত জন্ম তারিখ নির্ধারণের জন্য দালিলিক সাক্ষ্য হিসাবে বাদীর এস, এস, সি সনদপত্র ছাড়া আদালতে অন্য কোন দালিলিক বা মৌখিক সাক্ষ্য উপস্থাপিত না হওয়ায় এস, এস, সি সনদকে বাদীর বয়স নির্ধারণের ক্ষেত্রে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করাই সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। উপরন্ত এস, এস,সি পাশ সকল চাকুরের বয়স নির্ধারণে তার এস, এস, সি পাশ সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখের উপর নির্ভর করা হয় এবং বর্তমানে ইহাই বিধি সম্মত ও নিয়ম হিসাবে প্রচলিত আছে। বাদী একজন এস, এস, সি পাশ ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারী তথা বিবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক। কাজেই কোন সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দালিলিক সাক্ষ্য ব্যতিরেকে বাদীর বয়স নির্ধারণে তার এস, এস, সি সনদে উল্লেখিত জন্ম তারিখকে সঠিক রূপে গণ্য করার আবেদনকে বিবাদী পক্ষ অগ্রাহ্য করে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন বলে আদালত মনে করেন। এ ক্ষেত্রে ন্যায় বিচারের স্বার্থে বাদীর বয়স নির্ধারণে তার এস, এস, সি পাশ সনদকে সঠিক ও নির্ভরযোগ্য দলিল হিসাবে গ্রহণ করে বিধি মোতাবেক চাকুরী থেকে অবসর প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বিবাদী পক্ষকে নির্দেশদান করাই আদালত সমীচীন ও ন্যায়ানুগ বলে মনে করেন। কাজেই বাদী এ মামলায় প্রতিকার পেতে হকদার। এভাবে ২ ও ৩ নং বিচার্য বিষয় দু'টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হয়েছে।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীর মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেটে উল্লেখিত বাদীর জন্ম তারিখ পহেলা এপ্রিল উনিষ শত পঞ্চাশ সাল গণ্যে তার চাকুরী হ'তে অবসর প্রদানের তারিখ ধার্য করতে বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান,
শ্রম আদালত, খুলনা।

চেয়ারম্যানের কার্যালয়, শ্রম আদালত, খুলনা।

মামলা নং আই, আর, ও ৪৫/২০০৩

উপস্থিত ঃ জনাব চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ,
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান, শ্রম আদালত, খুলনা।

সদস্য ঃ ১। জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম
২। জনাব মোঃ হাফিজুর রহমান।

মোঃ ফজলুল হক, পিতা-মোঃ মফেল ফকির, বাদী।
সাং-মোকামপুর, থানা- তেরখাদা,
জেলা-খুলনা।

বনাম

উপ-মহাব্যবস্থাপক, ষ্টারজুট মিলস, লিঃ, বিবাদী
সাং-চন্দনীমহল, থানা-দিঘলিয়া,
জেলা-খুলনা।

বাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব কামরুল হাসান,
জনাব মোঃ বাচ্চু মিয়া।

বিবাদী পক্ষের নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবির নাম ঃ জনাব মোঃ মোফাক্কার হোসেন।

শুনানীর তারিখ ঃ ১২-১-২০০৪ খ্রিঃ/২৯শে পৌষ, ১৪১০ বংগাব্দ।

রায়ের তারিখ ৬ই মার্চ ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ / ২৩ ফাল্গুন, ১৪১০ বংগাব্দ

রায়

ইহা ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশের ৩৪ ধারা মতে একখানা দরখাস্ত। দরখাস্তের বক্তব্য অনুযায়ী বাদীর প্রার্থনা হলো যে, তিনি একজন স্বল্প শিক্ষিত শ্রমিক। গত ইং ১৭-৪-১৯৬৭ তারিখে ষ্টার জুট মিলস লিঃ এর ১নং মিলে তাঁত বিভাগে স্থায়ী শ্রমিক হিসাবে নিয়োজিত হন এবং চাকুরীতে নিয়োগের পর বাদিকে মেডিকেল চেক-আপে তর বয়স ২৪ বছর ধরে সার্ভিস ফোল্ডারে লিপিবদ্ধকরা

হয়। এসময় ডাক্তার সাহেব বাদীর বয়স ১৯৪৩ জন্ম সাল হিসাবেধরে ২৪ বছর নির্ধারণ করেন। পরবর্তীতে বাদীকে মিল কর্তৃপক্ষ ২৮-১২-২০০২ তারিখে পত্র সূত্র নং শ্রম/দপন/২৪/১৯৫ দ্বারা জানায় যে ৩১-১২-৯৬ তারিখে বাদীর বয়স ৬০ (ষাট) বছর পূর্ণ হওয়ায় বিধি মোতাবেক তাকে ১-১-৯৭ তারিখে অবসর দিয়া ১-১-২০০৩ তারিখে কাজ থেকে অবসর দেয়া হলো। ১-১-৯৭ তারিখ থেকে ৩১-১২-২০০২ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বাদীকে কি সুবিধাদি দেয়া হবেতা বিজেএমসি এর সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তীতে জানান হবে মর্মে উল্লেখ করা হয়। যে কারণে বাদী এ মামলা করতে বাধ্য হয়েছেন। চাকুরী করাকালীন বাদীকে ১৩-২-৯৭ তারিখের শ্রম/দপন/২৪/৯৩নং পত্র দ্বারা বাদীকে পদোন্নতি প্রদান করা হয় এবং ১-১-২০০৩ তারিখে কাজ থেকে অব্যহতি দেয়া হয়। বাদীর সার্ভিস বহিতে জন্ম তারিখ ১৯৪৩ লিপিবদ্ধ থাকায় এবং ডাক্তার কর্তৃক পরীক্ষান্তে বাদীর উক্ত বয়স সমর্থিত হওয়ায় ন্যায়তঃ ও আইনতঃ বাদী ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত চাকুরী করতে অধিকারী। কিন্তু বিবাদী পক্ষ বাদীর উক্ত অধিকার বঞ্চিত করে তার গ্রান্টেড রাইট লংঘিত হয়েছে এবং হিসাব মতে বাদী চাকুরী বহাল আছেন। সে কারণে বাদী এ মামলা দায়ের করে ১-১-৯৭ তারিখ থেকে ৩১-১২-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত অবসরের গ্রাচুইটির টাকা বাদীকে প্রদানের জন্য বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দানের প্রার্থনা করেছেন।

বিবাদী পক্ষ মামলায় হাজির হয়ে একখান লিখিত জবাব দাখিল করে বাদীর সমুদয় অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। বিবাদী পক্ষের লিখিত জবাব অনুযায়ী সংক্ষেপে বিবাদীর নিবেদন হলো যে, বিবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ব জুট মিল। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়। যে কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মামলায় পক্ষ নাকরে বাদী স্থানীয় কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে এ মোকদ্দমা দায়ের করতে পারেন না। কেননা এ বিবাদী পক্ষের বিরুদ্ধে রায় হলেও তা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কার্যকর করতে ক্ষমতা রাখেন না। সে কারণে বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে বিবাদী শ্রেণীভুক্ত করে এ মামলা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতে দাখিল ভিন্ন এ আদালতের স্থানীয় আঞ্চলিক এখতিয়ার বহির্ভূত।

বিবাদী পক্ষ লিখিত জবাবে আরও বলেন যে, বাদীর চাকুরীর আবেদন পত্রে বাদীর জন্ম তারিখের ঘরে ১৯৩৭ লেখা রয়েছে যা বাদীর বর্ণনামতে লেখা হয়েছে এবং বাদী উহা শুনিয়া ফরমে টিপ সহি দিয়েছেন যা সঠিক ভাবে লিখিত হয়েছে। বাদী বেআইনীভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকার চেষ্টা করছেন যা বিবাদী পক্ষ দিতে পারেন না। ১৯৯৪ সালে পাবলিক কর্পোরেশন এ্যাক্ট প্রণীত হবার পর থেকে অবৈধভাবে অতিরিক্ত মেয়াদে চাকুরীতে বহাল থাকর জন্য শ্রমিকদের প্রবণতা বৃদ্ধি পেলে বিজেএমসি ১০-৩-৯৯ তারিখের এক আদেশে যোগদানের সময় দেয়ার জন্ম তারিখ বা বয়সের ভিত্তিতে অবসর প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। বাদীকে ১-১-৯৭ তারিখ ৬০ বছর বয়স পূর্তিতে অবসরে যাওয়ার কথা কিন্তু ডাক্তার কর্তৃক দেয় বয়সের উপর ভিত্তি করে জটিলতা এড়ানোর জন্য বাদীকে ১-১-২০০৩ তারিখে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। উক্ত অবসর আদেশের মধ্যে উল্লেখ করা হয় যে, ১-১-৯৭ইং তারিখ হতে ১-১২-২০০২ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য বাদী কি ধরণের সুবিধাদি পাবেন তা বিজেএমসি এর সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তীতে জানান হবে। বাদী ঐ সময়ের জন্য কেবলমাত্র কাজের মজুরী ছাড়া অন্য কোন সুবিধাদি বিজেএমসির সিদ্ধান্তের পূর্বে পাবেন না। বাদীর এ মামলা খারিজের প্রার্থনা করা হয়েছে।

বিচার্য বিষয় ঃ—

১। বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক কি না।

২। বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কিনা।

৩। বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

এ মোকদ্দমায় কোন পক্ষই কোন মৌখিক সাক্ষ্য প্রদান করেননি। দাখিলী কাগজপত্র স্বীকৃত মতে প্রদর্শিত হিসাবে গণ্য করে বিচার নিষ্পত্তিতে উভয় পক্ষ একমত পোষণ করেন এবং উভয় পক্ষ কেবলমাত্র নিজ নিজ মোকাদ্দমায় সমর্থনে আদালতের সামনে আইনী যুক্তি প্রদর্শন করেন।

১ নং বিচার্য বিষয় ঃ—বাদী বিবাদী মিলের শ্রমিক কি না।

বাদী মোঃ ফজলুল হক ১৭-৪-৬৭ তারিখে বিবাদী পক্ষের ১ নং মিলের তাঁত বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করেন যা বিবাদী পক্ষ কর্তৃক দাখিলী লিখিত জবাবের মধ্যে তা স্বীকার করা হয়েছে। কাজেই ১ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

২ নং বিচার্য বিষয় ঃ—বাদীর এ মোকদ্দমা এ আদালতে রক্ষণীয় কি না।

বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বিবাদী মিলটি একটি রাষ্ট্রায়াত্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান। ইহা বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন কর্তৃক পরিচালিত। সে কারণে ঢাকাস্থ বিজেএমসি এর চেয়ারম্যানকে এ মোকদ্দমায় মূল বিবাদী পক্ষ শ্রেণীভুক্ত না করায় বাদীর মোকদ্দমা এ আদালতে চলতে পারে না। বাদীর পক্ষে রায় হলেও তা কার্যকর করার ক্ষমতা এ প্রতিপক্ষের নেই। ইহা ঢাকাস্থ ২য় শ্রম আদালতের স্থানীয় বিচার এঁখতিয়ারাধীন।

অপরদিকে বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বিবাদী শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচলিত নিয়মানুযায়ী বাদী প্রতিপক্ষ কর্তৃক ১৭-৪-৬৭ তারিখে কর্মে নিয়োজিত হন এবং এ নিয়োগ অবধি বাদী বিবাদী মিলে একাধিক্রমে কর্মরত ছিলেন। বাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বাদীর এ মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ার অধীন মর্মে দাবী করে শ্রমিক নিয়োগ (স্থায়ী আদেশ) আইনের ২(জ) ধারার প্রতি আদালতের দৃষ্টি আকর্ষন করেন যা নিম্নরূপ ঃ—

"মালিক অর্থ কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় অধিষ্ঠিত কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি, বিবিধবদ্ধ সংস্থা, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান, তাদের উত্তরাধিকারী বা বংশগত উত্তরাধিকারী (অবস্থানুযায়ী যে রূপ হবে) এবং তৎসহ নিম্ন বর্ণিত ব্যক্তিগণ ঃ—

(১) কোন কারখানার উহার ম্যানেজার, (২) কোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বা উহার পক্ষে পরিচালিত কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠানের ভারপ্রাপ্ত অফিসার, প্রধান নির্বাহী

অফিসার এবং (৩) অন্য যে কোন দোকান, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান বা শিল্প প্রতিষ্ঠান এর ক্ষেত্রে প্রত্যেক ডাইরেক্টর, ম্যানেজার, সেক্রেটারী, এজেন্ট ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট এবং উহার তদারক ও নিয়ন্ত্রণের জন্য মালিকের নিকট দায়ী অন্য যে কোন কর্মকর্তা বা ব্যক্তি।

উভয় পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবিগণের প্রদর্শিত যুক্তি সমূহ নিয়োগকারী তথ্য মালিক সম্পর্কিত প্রদত্ত সংশ্লিষ্ট আইনের ধারাটি পর্যালোচনা করা হলো। বাদীকে বর্তমান বিবাদী পক্ষ চাকুরীতে নিয়োগ করেছেন, বাংলাদেশ জুট মিলস কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান নন। সে কারণে বাদী তার নিয়োগ কর্তা মালিক হিসাবে বর্তমান মিল কর্তৃপক্ষকেই সঠিকভাবে বিবাদী করে এ মোকদ্দমা দায়ের করেছেন বিধায় মোকদ্দমাটি এ আদালতের স্থানীয় বিচার এখতিয়ারাধীন বলে আদালত মনে করেন যে কারণে ইহা এ আদালতে রক্ষণীয় এবং চলতে পারে। কাজেই ২ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর পক্ষে গৃহীত হলো।

৩ নং বিচার্য বিষয় ঃ—বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী কি না।

বাদীপক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, বাদী একজন স্বল্প শিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি ১৭-৪-৬৭ তারিখে চাকুরীতে নিয়োগ লাভের পর ২৫-৭-৬৭ তারিখে তার মেডিকেল চেক-আপের সময় বিবাদী মিলের তৎকালীন মেডিকেল অফিসার বাদীকে শারীরিক পরীক্ষা করে তার বয়স ২৫ বছর নির্ধারণ করেন এবং তদানুসারে বাদীর সার্ভিস রেকর্ড বাদীর জন্ম তারিখ ২৫-৭-১৯৪৩ লিপিবদ্ধ করা হয়। বিবাদী মিল কর্তৃপক্ষ ২৮-১২-২০০২ তারিখের পত্র সূত্র শ্রম/দপন/২৪/১৯৫ দ্বারা বাদীকে ৩১-১২-৯৬ তারিখে তার বয়স ৬০ পূর্ণ হয়েছে জানিয়ে দিয়ে ১-১-৯৭ তারিখে চাকুরী থেকে অবসর প্রদান করেন এবং ১-১-২০০৩ তারিখে তাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু ১-১-৯৭ তারিখ থেকে ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত বাদীকে কি ধরণের সুবিধাদি প্রদান করা হবে সে সম্পর্কে বিজেএমসি এর সিদ্ধান্তের আলোকে পরবর্তীতে জানান হবে বলে উক্ত পত্রে উল্লেখ করা হয় যা সম্পূর্ণ বেআইনী বলে বিজ্ঞ আইনজীবি দাবী করেন। তিনি ১-১-৯৭ তারিখ থেকে ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের অবসরজনিত সুবিধাদি অর্থাৎ গ্র্যাচুইটির দাবী করেছেন।

অপরদিকে বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবি বলেন যে, গত ১৭-৪-১৯৬৭ তারিখে বাদী চাকুরীতে যোগদানের সময় তার বর্ণনা মতে এ্যাপ্লিকেশন ফর ইমপ্লয়মেন্ট ফরমের উপর জন্ম তারিখের ঘরে ১৯৩৭ সন লেখা রয়েছে। যে কারণে বাদীর বয়স ১-১-৯৭ তারিখে ৬০ বছর পূর্তিতে ১-১-৯৭ তারিখ থেকে বাদীকে চাকুরী থেকে অবসর আদেশ দেয়া হয়। কিন্তু মিলের মেডিকেল অফিসারের মেডিকেল রিপোর্টের ভিত্তিতে মিলের সাবেক উপ-ব্যবস্থাপক (শ্রম ও কল্যাণ) জনাব আঃ আজিজ স্ব-প্রণোদিতভাবে বাদীর সার্ভিস রেকর্ডে বাদীর জন্ম তারিখ ২৫-৭-১৯৪৩ লিপিবদ্ধ করেন। যে কারণে বাদীকে অবসর আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে তারিখ সংক্রান্ত জটিলতার সৃষ্টি হয়। এজন্য বাদীকে ১-১-২০০৩ তারিখে চাকুরী থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু ১-১-৯৭ তারিখ থেকে

১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের বেতন ভিন্ন অন্য কোন সুবিধাদির ক্ষেত্রে বিজেএমসি এর সিদ্ধান্তের আলোকে বাদীকে জানিয়ে দেয়া হবে বলে পত্রে উল্লেখ করা হয়। বাদী পক্ষে তলবী মতে আদালতের আদেশে বিবাদী পক্ষ নিম্নবর্ণিত দালিলিক সাক্ষ্য আদালতে দাখিল করেছেন ঃ—

(১) বাদীর সার্ভিস রেকর্ড ফোল্ডার মোট ৬৩ পাতা।

বাদী ও বিবাদী পক্ষের বিজ্ঞ আইজীবিগণের উপর্যুক্ত বক্তব্যাদি, দাখিলী কাগজপত্র এবং নথি পর্যালোচনা করা হলো। বাদীর এ্যাপ্লিকেশন ফর এমপ্লয়মেন্ট ফরম দৃষ্টে দেখা যায় যে, উক্ত ফরমের প্রথম অংশের জন্ম তারিখের ঘরে বাদীর জন্ম তারিখ ১-৯-১৯৩৭ লিপিবদ্ধ করা আছে এবং ঐ একই ফরমের দ্বিতীয় অংশে বয়সের ঘরে মিলে মেডিকেল অফিসার কর্তৃক বাদীর মেডিকেল চেক-আপের সময় বাদীর বয়স ২৪ বছর নির্ধারণ করে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বিবাদী পক্ষ অবশ্য মেডিকেল অফিসারের নির্ধারিত বয়সকে অগ্রাহ্য করেননি। কেননা এ অনুসারে বিবাদী পক্ষ বাদীর সার্ভিস রেকর্ডে বাদীর জন্ম তারিখ ২৫-৭-১৯৪৩ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু পরবর্তীতে বাদীর জন্ম সন '১৯৩৭'গণ্য করে বাদীকে ১-১-১৯৯৭ তারিখে চাকুরী থেকে অবসর আদেশ প্রদান করেছেন এবং ঐ একই আদেশ পত্রের মধ্যে বাদীর জন্ম সন ১৯৪৩ গণ্য করে বাদীকে ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত মিলের কাজে বহাল রেখে মজুরী প্রদান করেছেন। কাজেই একই আদেশ পত্র বাদীকে ১-১-১৯৯৭ তারিখ থেকে চাকুরীতে অবসর আদেশ প্রদান করা হয়েছে আবার ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত কাজে বহাল রেখে নিয়মিত মজুরী পরিশোধ করে ১-১-২০০৩ তারিখ থেকে কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। বিবাদী পক্ষ একজন শ্রমিকের অবসর আদেশ প্রদানের পর পুনরায় তাকে চাকুরীতে বহাল রেখে মজুরী প্রদান শেষে চাকুরী থেকে অব্যাহতি আদেশ দেয়ার একটি বেআইনী দৃষ্টান্ত স্থাপন বলে আদালত মনে করেন। বিবাদী পক্ষ মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নির্ধারিত বয়সকে বাদীর সঠিক বয়স গণ্যে ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত মিলের কাজে বহাল রেখে বাদীকে মজুরী প্রদানের স্বীকৃতি দিয়েছেন অথচ বিবাদী পক্ষ তাকে ১-১-১৯৯৭ তারিখ থেকে অবসর আদেশ প্রদান করে ১-১-১৯৯৭ তারিখ থেকে ১-১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের গ্রাচুইটি প্রদানের ক্ষেত্রে বিজেএমসি এর সিদ্ধান্তের কথার উল্লেখ করে বাদীর প্রতি ন্যায়ানুগ আচরণ করেন নি বলে আদালত মনে করেন। বাদীর বয়স নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে বিবাদীর নিকট রক্ষিত বাদীর সার্ভিস রেকর্ড ব্যতীত অন্য কোন মৌখিক বা দালিলিক সাক্ষ্য আদালতের সামনে উপস্থাপন করা হয়নি। যে কারণে একজন বিশেষজ্ঞের মতামত হিসাবে বিবাদী মিলের মেডিকেল অফিসার কর্তৃক নিরুপিত এবং বিবাদী কর্তৃক স্বীকৃত উক্ত বয়সকে বাদীর সঠিক বয়স গণ্যে বাদীর বয়স ৬০ বছর পূর্তিতে এবং বিবাদী কর্তৃক কাজ থেকে অব্যাহতি দেয়ার তারিখ অর্থ্যাৎ ১-১-২০০৩ তারিখ থেকে বাদীকে অবসর আদেশ প্রদান করে বিধি মতে গ্রাচুইটি প্রদান করতে বিবাদী পক্ষকে আদেশ দেয়াই সমীচীন বলে আদালত মনে করেন। কাজেই এ মোকদ্দমায় বাদী প্রার্থিত প্রতিকার পেতে অধিকারী এবং এ কারণে ৩ নং বিচার্য বিষয়টি বাদীর অনুকূলে গৃহীত হলো।

বিজ্ঞ সদস্যদের সাথে পরামর্শ করা হলো।

অতএব,

আদেশ হয় যে,

বাদীর এ মোকদ্দমা দোতরফা সূত্রে খরচের আদেশ ব্যতিরেকে মঞ্জুর করা হলো। বাদীকে ০১-০১-৯৭ তারিখ থেকে ০১-০১-২০০৩ তারিখ পর্যন্ত সময়ের গ্রাচ্যুইটিসহ অন্যান্য সুবিধাদি বিধি মতে পরিশোধ করতে বিবাদী পক্ষকে নির্দেশ দেয়া গেল এবং এ আদেশ অদ্য হতে ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে কার্যকর করতে আদেশ দেয়া হলো।

আমার কথা মত লেখা

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

চৌধুরী মুনীর উদ্দীন মাহফুজ
(জেলা ও দায়রা জজ)
চেয়ারম্যান
শ্রম আদালত, খুলনা।

শেখ মোঃ মোবারক হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।